ভোরের কাগজ

তারিখ .... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩ ......

SEP 24 2002

বেসরকারি স্কুল কলেজের জন্য পৃথক কর্মকমিশন গঠনের উদ্যোগ ও প্রসঙ্গ কথা

মজিবর রহমান

দ্বিতীয় বৃহত্তম পাবলিক পরীক্ষা এইচএসসির ফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার ২৭.০৯ শতাংশ মাত্র। সত্যিই এ-এক মহাবিপর্যয়কর পরিস্থিতি। একই রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল বিগত বছরেও। ভোরের কাগজ প্রদত্ত পরিসংখ্যান মতে চলতি ২০০২ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মোট ৫ লাখ ৩৮ হাজার ২৯৫ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে অকৃতকার্য হয়েছে ৩ লাখ ৯২ হাজার ৪৩২ জন। কৃতকার্যের সংখ্যা মাত্র ১ লাখ ৪৫ হাজার ৮৬৩ জন। নিঃসন্দেহে এটি এক বড়ো ধরনের জাতীয় অপচয়; অপচয় সময় ও অর্থ দুয়েরই। অনুমান করি দুর্বল অর্থনৈতিক ভিতসম্পন্ন পরিবারেরই ক্ষতিটা হয়েছে বেশি, কেননা বিদ্যা কিনে নেওয়ার জোর তাদের কম। বাংলাদেশে বিদ্যমান বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষা ও চিকিৎসা দুটিই কিনে নিতে হয় চড়ামূল্যে। সবলদের পক্ষেই যেটি সম্ভব। দুর্বলের পিছিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কর্তৃপক্ষ হয়তো ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে কিঞ্চিত আশ্বস্ত হবেন। বিগত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় তারা নকলের ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি আরোপ করেছিলেন। ফলাফল দৃষ্টে হয়তো ভাববেন এরপর যে, তাদের কড়াকড়ি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এক অর্থে বিষয়টি ঠিক। কড়াকড়ির কারণেও ফলাফল কিছুটা এ রকম হয়েছে। এই কড়াকড়ির প্রয়োজন ছিল। এতে থলের বেড়াল তার আসল চেহারা নিয়ে বেরিয়েছে। ভবিষ্যতেও এ রকম কড়াকড়ি রাখতে হবে অবশ্যই। ফলাফল বিপর্যয় নিয়ে সমালোচনা হবে। সেই সমালোচনার ভয়ে আগামীতে নকলের ব্যাপারে ছাড় দেওয়া যাবে না। বরং যে বাস্তব চিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে তার প্রতিবিধানে মনোযোগী হতে হবে। নয়তো ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে সকল সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করবে।

সেই বাস্তব চিত্রটি কি? সাদামাটাভাবে বলতে গেলে হাতে গোনা কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদে দেশের অন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া বলতে তেমন কিছু নেই। নেই শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ। যার ফলে বিপুল পরিমাণ পরীক্ষার্থী আছে, কিন্তু পাস নেই সেই তুলনায়। যারা পাস করে, কিংবা ভালো ফলাফল অর্জন করে তাদের পিছনে স্কুল-কলেজের কৃতিত্ব খুব সামান্যই। কৃতিত্বের সিংহভাগ পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। কিছু কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা খুবই মেধাবী কিংবা অধিক মনোযোগী, এরা সব প্রতিকূলতাকে পাশ কাটিয়ে পরীক্ষা নামক বৈতরণী ভালোভাবেই পার হয়। তবে এই ভালোভাবে পার পাওয়ার বেলায় অধিকাংশের ব্যাপারেই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন অভিভাবকরা। সচেতন অভিভাবকরা জানেন যে, প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা হয় না, বাধ্য হয়ে তাই তারা অর্থ ব্যয় করেন, সন্তানদের প্রাইভেট পড়ানোর পিছনে। শিক্ষকরা এই প্রাইভেট পড়ানোর ব্যাপারে খুবই মনোযোগী, যদিও তারা এর কিয়দাংশ মনোযোগীও নন শ্রেণীকক্ষের পাঠদানে। ব্যতিক্রম কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আছে, তবে ব্যতিক্রম তো ব্যতিক্রমই।

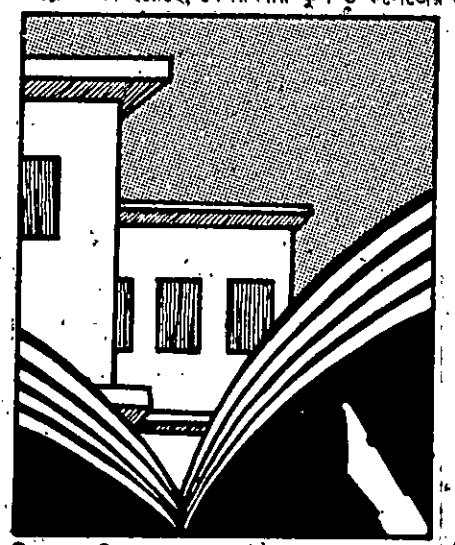

শিক্ষার মান নিম্নমুখী হওয়ার একটি প্রধান কারণ উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। বেসরকারি স্কুল-কলেজে এ সমস্যা তীব্র। খ্যাতনামা কিছু প্রতিষ্ঠান বাদে অন্য সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষকদের মান সার্বিক বিবেচনায় হতাশাব্যঞ্জক। শিক্ষকদের মান নিয়েই প্রশ্ন যেখানে, সেখানে শিক্ষার মানতো খারাপ হবেই। নিয়োগদানের বর্তমান পদ্ধতি দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে আচ্ছন্ন, সে কারণে পোয়াবারো অবস্থা অযোগ্যদের। তারা সহজে ঢুকে যাচ্ছে শিক্ষকতা পেশায় ও দলে ভারী হচ্ছে। ফলে শিকায় উঠছে সুপাঠদান। পরিস্থিতির উন্নতির জন্য দীর্ঘদিনের দাবি বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগদান প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করার। এ বিষয়ে পৃথক কর্মকমিশন গঠন করার দাবি আমি নিজেও উত্থাপন করেছি কয়েকবার বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে। এ ব্যাপারে একটি উদ্যোগের খবর প্রকাশিত হয়েছে অতি সম্প্রতি 'ভোরের কাগজ'-এ। ১৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, বেসরকারি স্কুল ও কলেজের

শিক্ষক নিয়োগের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতো পৃথক একটি নতুন কর্মকমিশন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সার্বিক যোগ্যতা নিশ্চিত করাসহ শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নের লক্ষ্যেই মূলত এই কমিশন গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে। শুধু ভাবনাচিন্তায় না থেকে এ ধরনের কোনো উদ্যোগ যদি সত্যি সত্যিই বাস্তবায়িত হয় তাহলে সেটি খুবই প্রশংসার কাজ হবে। তবে ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে যেমন ভয় পায় তেমনি ভয় আমাদেরও। সুদূর ও নিকট অতীতে অনেক সুবচনই আমাদের কাছে এসেছে, কিন্তু ফল পাওয়া গেছে অতি সামান্যই। আমাদের কর্মপরিকল্পনার কোনো ধারাবাহিকতা নেই। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল হয়ে যায় পূর্ববর্তী সরকারের অনেক ভালো পদক্ষেপও। তাছাড়া কোনো কোনো পরিকল্পনার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এতো দীর্ঘ যে সরকার বদল হয়ে যায় তবুও কাজ শেষ হয় না। আর মাঝ পথে সরকার বদলের অর্থই হলো কর্মপরিকল্পনাটি হুমকির মুখে পড়া।

ভোরের কাগজের পূর্বোক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথক কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠা করার আগ পর্যন্ত ডিসির নেতৃত্বে একটি কমিটির মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হবেন সংশ্লিষ্ট জেলার সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভাগীয় প্রধান এবং স্থানীয় একজন শিক্ষাবিদ। এছাড়া স্থানীয় সংসদ সদস্য

> **অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে কমিটি গঠন মন্দের ভালো। তবে এখানে স্থানীয় সাংসদের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। আমাদের দেশের যে বাস্তবতা তাতে রাজনীতিবিদরা সাধারণত দলের বাইরে চিন্তায় অভ্যস্ত নন। এই সংকীর্ণতার কারণে যোগ্যতর ব্যক্তি হাতের কাছে থাকার পরও অনেক ক্ষেত্রেই কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পাচ্ছেন অযোগ্যরা।**

এ কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে কমিটি গঠন মন্দের ভালো। তবে এখানে স্থানীয় সাংসদের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। আমাদের দেশের যে বাস্তবতা তাতে রাজনীতিবিদরা সাধারণত দলের বাইরে চিন্তায় অভ্যস্ত নন। এই সংকীর্ণতার কারণে যোগ্যতর ব্যক্তি হাতের কাছে থাকার পরও অনেক ক্ষেত্রেই কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পাচ্ছেন অযোগ্যরা। বেসরকারি স্কুল-কলেজের একটি বড়ো সমস্যা গভর্নিং বোর্ড। এদের অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে প্রায়শই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। দলাদলির কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের টেকা কঠিন হয়। গভর্নিং বোর্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য যেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেখানেও সম[...] প্রবল। নির্বাচনের ঝক্কিঝামেলা ও খরচের কার[...] যোগ্যদের বেশির ভাগই নির্বাচনে প্রার্থী হন না[...] ফলে নির্বাচিত হন অযোগ্যরাই বেশি সংখ্যায়[...] এতে বাধাগ্রস্ত হয় অগ্রগতি। এ অবস্থার প্রতিকা[...] দরকার। কিভাবে হবে সেটি, নীতিনির্ধারকরা ত[...] ভেবে দেখবেন।

বেসরকারি স্কুল ও কলেজের একটি প্রধা[...] সমস্যা উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। এই সমস্যা[...] কাটানোর লক্ষ্যে সরকার শিক্ষক নিয়োগের জন[...] যে পৃথক কর্মকমিশন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে[...] তাকে সাধুবাদ জানিয়েছি ওপরে। তবে শু[...] পৃথক কর্মকমিশনে কাজ হবে না, একটি অনুকূল[...] পরিপার্শ্ব তৈরি করতে হবে যাতে মেধাবীর[...] শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট হয়। বর্তমান বাস্তবত[...] হলো মেধাবী তরুণ-তরুণীরা শিক্ষকতাকে পেশ[...] হিসেবে নিতে চায় না। এর অন্যতম কারণ[...] অপর্যাপ্ত বেতন। অধিকাংশ বেসরকারি স্কুল ও[...] কলেজ তাদের শিক্ষকদের বেতনের সরকারি[...] অংশই কেবল নিয়মিতভাবে দিয়ে থাকে, নিজেদের যেটুকু দেওয়ার তা অপর্যাপ্ত ও[...] অনিয়মিত। মেধাবীদের এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে হলে বেতন নিয়ে এই দুরবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। বেতন মোটামুটি পর্যাপ্ত ও নিয়মিত হলে মেধাবী তরুণতরুণীরা সরকারি স্কুল-কলেজের মতো বেসরকারি স্কুল-কলেজেও শিক্ষকতা করতে আগ্রহী হবে। আবার পর্যাপ্ত শিক্ষক ভিন্নও শিক্ষার মান বাড়ানো সম্ভব না। পাঠদান একটি পরিশ্রমের কাজও বটে। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে একজন শিক্ষককে যদি অনবরত ক্লাস নিতে হয় তাহলে সেটি অনাগ্রহের কারণ হবে, মানও পড়ে যাবে পাঠদানের। প্রশ্ন হলো পর্যাপ্ত বেতন নিয়মিতভাবে দেওয়া ও প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষক রাখার ক্ষমতা আমাদের বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলো রাখে কি না? এর উত্তর নেতিবাচক। নগণ্য সংখ্যক স্কুল-কলেজের আছে, অন্য সব বেসরকারি স্কুল-কলেজ সে ক্ষমতা রাখে না। এ অবস্থার প্রতিকার কি ছাত্র বেতন বাড়ানো? না, তাও নয়। বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সে রকমটি করতে গেলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাবে, অভিভাবকদের অর্থনৈতিক দুর্ভোগ বাড়বে। এ অবস্থায় বিত্তবান শ্রেণী ও সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে। আরেকটি কাজ করতে পারলে মেধাবীরা বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণে আগ্রহী হবে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় অবসরগ্রহণকালে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা প্রায় শূন্য হাতে ঘরে ফেরেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে অবসরগ্রহণকালীন সময়ে যে অর্থনৈতিক সুবিধার ব্যবস্থা আছে তা যদি বেসরকারি স্কুল-কলেজেও চালু করা যায় তাহলে প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ বদলে যাবে। শিক্ষকদের জন্য বর্তমানে যে কল্যাণ ফান্ডটি আছে তার স্ফীতি ঘটিয়ে এ ব্যবস্থা চালু করা যায়। সরকার চাইলে, কিছুদিন সময় লাগলেও, এ ফান্ড বাড়ানো সম্ভব।

পুনর্বার বলছি, মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের প্রত্যাশায় বেসরকারি স্কুল কলেজের জন্য পিএসসির আদলে একটি পৃথক কর্মকমিশন গঠনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ভালো একটি উদ্যোগ। অনতিবিলম্বে তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হোক।

মজিবর রহমান : প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক।